দর্শনায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকাল ৩ টার সময় দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মোহাম্মদ রবিউল ইসলামের বাড়িতে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে “যুব ও নারী উন্নয়ন সংস্থা।

অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন, যুব ও নারী উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি মোঃ মোসাহেব কাক্কা। অনুষ্ঠানে দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী ইংরেজি শিক্ষক সচেতনতা মূলক বক্তব্যে বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে এবং সবাই কে এগিয়ে আসতে হবে তাহলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা দেখা মাত্রই তার প্রতিবাদ করতে হবে। আমাদের দেশের নারীরা এখন পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এগিয়ে যাচ্ছে,নারী এখন আর পিছিয়ে নেই।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক ফজলুল কাদের, ফয়সাল, নিলুফা, নাজমা সহ আরো অনেকে।

কার্পাসডাঙ্গায় ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

উপলক্ষে প্রস্ততি সভা

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এর ৭৪তম” প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগ এর আয়োজনে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে বুধবার বিকালে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সফল চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্রো,ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শাফিকউর রহমান, উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক শওকত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন কৃষকলীগের সাধারণ ও কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু, আশাদুল হক, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলাউদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক আহম্মদ আলী, ১নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার আব্দুল হাকিম, ২নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম মিন্টু, ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফকির শেখ।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা সহ-সভাপতি তুহিন আক্তার,যুগ্নসাধারন সম্পাদক রকিবুল ইসলাম,সাংগঠনিক সম্পাদক আবু বক্কর,শিক্ষা ও পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমান রিয়াদ, ছাত্রলীগ খালিদ, প্রিন্স সাজ্জাদ রেজা, ফয়সাল, হাসিব, হাসান, শাওন, শিমুল, মাসুদ, জিহাদ, আরিফুল, মানিক, মেহেদী হাসান, মানিক, শিবলু, খাঁন, শিহাব, সাব্বির, ওবাইদুল্লা নাসিম প্রমুখ।অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা বিশ্বাস।

ঝিনাইদহে বিএনপি’র সমাবেশে জনতার উত্তাল ঢেউ

দেশে জনতার যে উত্তাল ঢেউ উঠেছে এই ঢেউয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হবে। এ সরকার মানুষের সাংবিধানিক অধিকার ধ্বংস করেছে। বিএনপি’র

নেতাকর্মীদের খুন ও গুম করেছে। তাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা দিয়ে নেতাকর্মীদের জেলে পুরেছে।

বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ উজির আলী স্কুল মাঠে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এ্যাড. এস এম মশিয়ুর রহমান’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি জাতীয় স্বার্থের পক্ষের দল। আর আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র বিরোধী ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী দল। বেগম খালেদা জিয়া রাজপথে সংগ্রাম করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাদেরও রাজপথে আন্দোলন করে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে হবে।

নিতাই রায় চৌধুরী আরও বলেন, এ সরকারের পতন পথ তৈরী হয়ে গেছে। গণতন্ত্রের আন্দোলন গণঅভ্যুথানে রূপ নিচ্ছে। দ্রুত বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে বিদেশে সুচিকিৎসা নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান তিনি।
বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মসিউর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, পুলিশ প্রশাসন এ সমাবেশ বন্ধ করতে বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীদের বাড়িতে হানা দিয়েছে। আসার পথে বাঁধার সৃষ্টি করেছে।

তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনরুদ্ধার করতে রাজপথের আন্দোলন আরও জোরদার করতে হবে। সমাবেশে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এ্যাড. এম এ মজিদ এর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মসিউর রহমান, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সোহরাব উদ্দিন, কেন্দ্রীয় বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. আসাদুজ্জামান, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ ইসলাম অমিত, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা এম এ ওহাব, শহীদুজ্জামান বেল্টু, আমিরুজ্জামান খান শিমুলসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

বুধবার সকাল ১১ টায় আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাবেশ শুরু হয়। এর আগে ঝিনাইদহের বিভিন্ন উপজেলা, পার্শবর্তী মাগুরা, কুষ্টিয়া, যশোর ও চুয়াডাঙ্গা থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী সমাবেশ স্থলে হাজির হয়।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

??????

[illegible]

মেহেরপুর সদর উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী আব্দুল হামিদ বলেন, এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে আপনাদের সহোযোগীতা করতে হবে। ফসলি জমি থেকে মাটি কাটা অবৈধ হলেও, পরিবহন খরচ বরাদ্দে নেই বলে পাশের জমি থেকে মাটি কাটা হচ্ছে। এছাড়াও তিনি বলেন, স্থানীয় চেয়ারম্যানদের সহযোগীতায় মাটি কাটা হচ্ছে।

মেহেরপুরে শীত আসলেই বাড়ে ভাপা পিঠা আর কলাই রুটির কদর

মেহেরপুরের ভাটপাড়া গ্রামের মনোয়ারা বেগম। পেশায় একজন গৃহিনী। শীত আসলেই ভাপা পিঠা আর কলাইয়ের রুটি বিক্রি করেন। বছরের সব মাসেই টুকিটাকি বিক্রি হলেও শীতের সময় ভাপা পিঠা আর কলাই এর রুটির কদর বাড়ে।

খেজুর গুড় আর নারিকেল সাথে আউশ ধানের চাল বাটা। এই তিনের সমন্বয়ে তৈরী করা হয় ভাপা পিঠা। শীতের সকাল আর সন্ধ্যায় মনোয়ারার কাছে ভীড় জমায় পিঠা প্রেমীরা। কলাই রুটির কদরও কম নেই। মরিচ বাটা,বেগুন ভর্তার সাথে সরিষা বাটা, ধনিয়া পাতার ভর্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত বিক্রি করেন কলাই রুটি।

মনোয়ারার সংসারে এটি একটি আয়ের জন্য নতুন উৎস। তড়ি ঘড়ি ময়দা নারকেল আর হাড়ি পাতিল নিয়ে ছুটে চলেন বাজার কিংবা রাস্তার পাশে। তৈরী করেন ভাপা পিঠা।

গরম গরম মজাদার এ পিঠা খেতে দূর দূরান্ত থেকে চলে আসেন সব বয়সি নারী পুরুষ। গভীর রাত পর্যন্ত চলে বেচা কেনা। প্রতিদিন খরচ খরচা বাদে হাজার খানেক টাকা পকেটে আসে। প্রতি শীতকালে তার এ ব্যবসা চলে। মনোয়ারা নয়, তার মতো অনেকেই বিভিন্ন বাজার ঘাটে শীতের পিঠা বিক্রি করছেন। শীত আসলেই কদর বাড়ে ভাপা পিঠা আর কলাই রুটির।

বামন্দী বাজারের পিঠা বিক্রেতা সোহেল জানান, গত দেড় মাস যাবত তিনি পিঠা বিক্রি করছেন। সংসারের কাজ শেষে বাড়ির বউয়ের দেয়া সব

সরঞ্জামাদি নিয়ে বসে পড়েন বাসস্ট্যান্ডে। কথা বলার সময় নেই তার। দুহাতে ময়দা মাখা আর খেজুরের গুড়ের সস । ভাপা পিঠা তৈরী করছেন আর ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে ক্রেতারা। কার আগে কে নিবে তা নিয়ে চলে পাল্লা। প্রতিটি ভাপা পিঠা বিক্রি হয় ১০ টাকায়। আর কলাইয়ের রুটির দাম ২০ টাকা।

গাংনীর পিঠা বিক্রেতা আব্দুল মোমিন ও তেতুল মন্ডল জানান, গরমকালে রেজাউল চত্ত্বরে শরবত বিক্রি করতেন। এখন শীতকাল তাই পিঠা বিক্রি করছেন তিনি। প্রতিদিন অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা আয় হয়। একই কথা জানালেন পিঠা বিক্রেতা রমজান আলী।

পিঠা খেতে আসা জুরাইস ইসলাম জানান, বাড়িতে সব সময় পিঠা তৈরী হয় না। তাছাড়া নারীরা এখন সংসারের কাজকর্ম ফেলে আগের মতো পিঠা তৈরী করে না। অনেকে আবার পিঠা তৈরী করতেও জানে না। তাই এখান থেকে পিঠা নিয়ে যাচ্ছেন পরিবারের জন্য। অত্যন্ত সুস্বাদু এ পিঠা এবং ঘরোয়া পরিবেশে তৈরী বলে প্রশংসাও করেন তিনি। একই কথা জানান কলেজ শিক্ষার্থী তমা। পিঠা খেতে বান্ধবীদের সাথে এসেছেন তিনি। নিজেরা খেয়ে আবার বাড়ির লোকজনদের জন্যও নিয়েছেন তারা।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রমজান আলী জানান, শীতকালে পিঠা পুলির চাহিদা বেশ। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য। শীতকালে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই নানা রকমের পিঠা পুলি তৈরী হতো। এখন আর আগের মতো নেই। সব কৃত্তিমতায় ভরা। শহরের সব ধরণের পিঠা পুলি বিক্রি হয়। ফলে আর কেউ ঘরোয়া ভাবে তৈরী করে না। তার পরও পথের ধারে যারা পিঠা বিক্রি করছেন তারা এ ঐতিহ্যটিকে টিকিয়ে রেখেছেন। সেই সাথে পিঠা বিক্রি করে উপরি আয় করছেন অনেকেই।

মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন জানান, দিন দিন অনেক পিঠাই আজ বিলুপ্তির পথে। অনেক বাড়িতেই হয়না আর কলাই রুটি। মনোয়ারাদের মত অনেক গৃহিনীরাই শীতকালে পিঠাপুলি বা কলাই রুটি বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন। নিম্ন আয়ের মানুষ এটা একটি মৌসুমী ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে। অনেকেই বাড়িতে অনেক টাকা খরচ করে ভাপা পিঠা বা কলাইরুটি খেতে পারেননা। অথচ হাতের নাগালে থাকায় খুব সহজেই ১০ টাকা আর ২০ টাকায় কলাই রুটি আর ভাপা পিঠার স্বাদ পাচ্ছেন। তবে এটিকে বানিজ্যিক ভাবে ব্যাপকতা বাড়ালে অনেকেই আয়বৃদ্ধি করতে পারেন।

মুজিবনগর বাগোয়ান ইউপির নবনির্বাচিত সদস্যদের সংবর্ধনা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ৩নং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদান ও আলোচনা সভা করেছে মেহেরপুর জেলা পরিষদের এক নম্বর ওয়ার্ড সদস্য শাহীন উদ্দিন শাহীন।

সংবর্ধনা উপলক্ষে বুধবার বেলা সাড়ে চারটার সময় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স এর পাশে জেলা পরিষদ সদস্য শাহীন উদ্দিন শাহীন এর নিজস্ব অফিসে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শাহীন উদ্দিনের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শেখ সফিউদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক সোহাগ মণ্ডলসহ নব নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যা বৃন্দ।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত ওয়ার্ড সদস্য সদস্যাদের সংবর্ধনা শেষে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নকে বেগবান করার জন্য, জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ মিলে একসাথে উন্নয়নমূলক কাজ করার বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গায় আনসার ও ভিডিপি’র জেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্তৃক আয়োজিত জেলা আনসার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ে বুধবার সকাল সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গায় জেলা আনসার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আনসার সমাবেশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর খুলনা রেঞ্জ এর পরিচালক আমজাদ হোসেন (পিএএমএস)।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নির্বাচন, পূজাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অগ্রণী ভূমিকা পালনের কথা তুলে ধরে তাদের এই কর্মকান্ড অব্যাহত রেখে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার আহবান জানান। তবে সরকার প্রান্তিক পর্যায়ের এই বাহিনীর জীবনমান আরও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যেও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে জানান তিনি।

এ সময় তিনি আরও বলেন দেশ ও জনগনের স্বার্থে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে আনসার ও ভিডিপি বাহিনীর সদস্যগন সহযোগীতা করে যাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ আরাফাত রহমান। আনসার সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, ড্রাইভিং প্রশিক্ষন সহ নানারকম সাবলম্বী মূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ভবিষ্যতে দেশের যেকোন কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে আহবান করেন। পরবর্তীতে জেলার দলনেতাদের বাই সাইকেল এবং দলনেত্রীদের একটি করে সেলাই মেশিন ও অন্যান্য সদস্যদের তাদের কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে এক ব্যক্তি গুরুত্বর আহত

মেহেরপুর বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে আব্দুল জলিল নামের এক ব্যক্তি গুরুত্বর আহত হয়েছে। বুধবার দুপুরে মেহেরপুর পিডিবি অফিসের কাছে একটি বিদ্যুতের পোলে কাজ করার সময় এ ঘটনা ঘটে। আব্দুল জলিল সদর

উপজেলার রাজাপুর গ্রামের জাফর আলীর ছেলে। আব্দুল জলিল পিডিবির সহকারি লাইনম্যান হিসেবে কর্মরত আছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার দুপুরের দিকে জলিল কোন সুরক্ষা ছাড়াই পিডিবি অফিসের কাছে একটি বিদ্যুতের পোলে কাজ করছিলেন। এসময় হঠাৎ করেই লাইন বাস্ট করে। তারপরই তিনি বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে ঝুলতে থাকে। পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এসে তাকে উদ্ধার করে। আব্দুল জলিল বর্তমানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মেহেরপুরে বেগম রোকেয়ার স্মরণে আলোচনা সভা ও র্যালী

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী জাগরণের পথিকৃৎ মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া স্মরণে বর্ণাঢ্য র্যালীর ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি হলের সামনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির হিসেবে বক্তব্য রাখেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন। এছাড়াও পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেহেদী হাসান, পৌর কাউন্সিলর আল-মামুন সহ প্রমুখ। আলোচনার আগে মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজ রহমান রিটনের নেতৃত্বে বেগম রোকেয়া স্মরণে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি মেহেরপুর পৌরসভা প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক হয়ে পৌর কমিউনিটি সেন্টার প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।এসময় উপস্থিত ছিলেন, প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা মেহেদী হাসান, কাউন্সিলর আল-মামুন, নুরুল আশরাফ রাজিব, হামিদা খাতুন, শিউলি আক্তার, আলপনা খাতুন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী মহাসিন আলী, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহিদুর রহমান সহ প্রমুখ।

মেহেরপুরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ আয়োজিত

স্মার্টফোনে আসক্তি,পড়াশোনার ক্ষতি”এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে ৪৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে আয়োজন করা হয়েছে। ২ দিন ব্যাপী চলমান এই আয়োজনটি আজ বুধবার বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলা চত্বরে শুরু হয়।
মেলায় ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছে। সেখানে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নিজেদের উদ্ভাবিত করা প্রজেক্ট নিয়ে হাজির হয়েছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায়, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে মেহেরপুর সদর উপজেলার আয়োজনে ২ দিনব্যাপী এ মেলা চলবে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত।

মেলায় বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে হাজির হওয়া স্কুল ও কলেজ গুলো হলো মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আর.আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, ফ্রেন্ড ফাউন্ডেশন স্কুল এন্ড কলেজ সহ প্রমুখ।

তাদের মধ্যে কেউ বানিয়েছে রোবট আবার কেউ বানিয়েছে মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরেছে কলকারখানা ও রাস্তার গাড়ির ফলে হওয়া দূষণের চিত্র। কেউ আবার তুলে ধরেছে পরিবেশ রক্ষার চিত্র। এছাড়াও মেলার পাশাপাশি প্রতিদিন রচনা, বিতর্ক ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন রয়েছে।